দৈনিক খবর

তারিখ 19 SEP 1993
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ৬

৪৪

শিক্ষা বিভাগের কাছে আবেদন

এমসি কলেজের বাংলা বিভাগের বিভাগীয় প্রধানের অযোগ্যতা ও অবহেলার কারণে উক্ত কলেজের বাংলা সম্মান ১ম বর্ষ (পুরাতন)-এর প্রায় ৩০/৩৫ জন ছাত্র-ছাত্রীর ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত হয়ে পড়েছে। প্রশ্নপত্রের বিভ্রান্তির কারণে তারা নিদারুণ হতাশার মধ্যে কালাতিপাত করছে। বিভাগীয় প্রধানের জোড়াতালি সমাধানের ফলে ১ম বর্ষের চূড়ান্ত পরীক্ষায় শুধুমাত্র প্রথম পত্রের জন্যে অকৃতকার্য হবে এ আশংকায় ছাত্র-ছাত্রীদের লেখাপড়া মারাত্মকভাবে বিঘ্নিত হচ্ছে।

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে ১৯৯১-৯২ ইং শিক্ষাবর্ষের ১ম বর্ষ স্নাতক সম্মান শ্রেণীর চূড়ান্ত পরীক্ষার জন্যে নির্ধারিত পাঠ্যসূচী চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক যথাসময়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্গত সকল কলেজে প্রেরিত হওয়া সত্ত্বেও শুধুমাত্র এম সি কলেজ সিলেট এই এহেন গুরুত্বপূর্ণ তথ্য থেকে বঞ্চিত। গত ২৯শে জুলাই '৯৩ ইং তারিখে অনুষ্ঠিত ১ম পত্রের পরীক্ষায় পুরাতন পাঠ্যসূচী অনুযায়ী (প্রাচীন ও আদিমযুগের বাংলা সাহিত্য) প্রস্তুতি নিয়ে পরীক্ষা কক্ষে উপস্থিত হয়ে নতুন পাঠ্যসূচী অনুযায়ী (আধুনিক বাংলা গদ্য) প্রশ্নপত্র হাতে পেয়ে তারা এক বিভ্রান্তিকর পরিস্থিতির সম্মুখীন হয় এবং তখনই বিভাগীয় প্রধানের খামখেয়ালী ও দায়িত্বহীনতা তাদের কাছে ধরা পড়ে। অতএব স্বাভাবিক ও যুক্তিযুক্ত কারণেই তারা শূন্য খাতা জমা দিতে বাধ্য হয়।

পরিবর্তিত পাঠ্যসূচীর ব্যাপারে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের সাথে যোগাযোগ করলে কর্তৃপক্ষ নতুন পাঠ্যসূচী পাঠানো হয়েছে বলে জানান। অথচ এই কলেজের বাংলা বিভাগের বিভাগীয় প্রধান নতুন পাঠ্যসূচী পাননি বলে অভিমত ব্যক্ত করেন। কলেজ অধ্যক্ষ ও পরীক্ষায় উপস্থিত জাতীয় বিশ্ববিদালয়ের প্রতিনিধি এ ব্যাপারে ছাত্র-ছাত্রীদের মৌখিক আশ্বাস দিলেও কোন সুনির্দিষ্ট সিদ্ধান্ত আজ পর্যন্ত তাদের জানানো হয়নি।

বাংলা বিভাগের ছাত্র-ছাত্রীরা শান্ত, নম্র ও বিনয়ী হওয়াতে এরূপ জঘন্য ঘটনার পরও কোন উত্তেজনাকর পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়নি। বিভাগীয় প্রধান ছাত্র-ছাত্রীদের নিজ দায়িত্বে পাঠ্যসূচী সংগ্রহের পরামর্শ দেন এবং বলেন, প্রতি বছর নাকি ছাত্র-ছাত্রীরা নিজ নিজ উদ্যোগে পাঠ্যসূচী সংগ্রহ করে থাকে। প্রয়োজনের তাগিদে ছাত্র-ছাত্রীদেরই এখন তা সংগ্রহ করতে হচ্ছে।

এমতাবস্থায় শিক্ষা বিভাগের কাছে আবেদন, ছাত্র-ছাত্রীদের উপরোক্ত ভোগান্তির জন্য বিভাগীয় প্রধান সর্বাংশে দায়ী না শিক্ষা বিভাগও আংশিক দায়ী এ বিষয়ে যথাযথ তদন্তপূর্বক ছাত্র-ছাত্রীরা যাতে পুনরায় এ ধরনের ঘৃণ্য পরিস্থিতির শিকার না হয় এবং উক্ত পরিস্থিতির জন্যে যাতে নিরপরাধ ছাত্র-ছাত্রীদের একটি বছর পিছিয়ে পড়তে না হয় সে ব্যাপারে উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করে ঐতিহ্যবাহী এমসি কলেজ সিলেট-এর বাংলা বিভাগের প্রকৃত উন্নতিকল্পে যথোচিত পদক্ষেপ নেয়া হোক।

জনৈক অভিভাবক
সিলেট।